ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দেওয়া

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition Printed: February 2002
Translated into Bengali: December 2020

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the Bengali Revised Old Version Updated (ROVU), Bangladesh Bible Society.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Production and distribution of this publication has been made possible through the financial support of members, partners and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free publication, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free publications from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
To be notified when free publications are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দেওয়া

সূচীপত্র

1. ভূমিকা...1
2. মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজ থেকে শিক্ষালাভ...2
3. আপনার মধ্যে যা গচ্ছিত রয়েছে 5
4. প্রার্থনার দ্বারা জন্ম দেওয়া 7
5. মুখ নিঃসৃত বাক্য 9
6. পরিশ্রমী হয়ে কাজ করা...11

1. ভূমিকা

বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর যখন তাঁর উদ্দেশ্যকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই সকল সময়ে তিনি স্বর্গীয় দূতদের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু প্রায়ই, তিনি মানুষের মধ্যে দিয়েই তা প্রকাশ করে থাকেন। এর অর্থ হল এই যে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি এই পৃথিবীতে আপনার ও আমার মত মানুষদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন।

ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করতে করতে, আপনি তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলিকে আবিষ্কার করবেন যা তিনি আপনার মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীর বুকে উন্মুক্ত করতে চান। এইগুলির মধ্যে কয়েকটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হতে পারে - যেমন কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম, এবং অন্যান্যগুলি এতটাও উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে - যেমন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে শিশুদের জন্য একটা বিদ্যালয় শুরু করা যেটার বিষয়ে কেউই শোনেনি। তবুও, প্রত্যেকটাই হল ঈশ্বরের কাজ যা তিনি এই পৃথিবীর বুকে উন্মুক্ত করে থাকেন।

এই পুস্তকের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দেওয়ার বিষয়ে বলে থাকে। তাই, আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাজগুলিকে উন্মুক্ত করতে থাকুন!

2. মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজ থেকে শিক্ষালাভ

যিশাইয় ৭:১৪
অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে।

আপনি যখন "মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজটি" বিবেচনা করবেন, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজকে উন্মুক্ত করার বিষয়ে কয়েকটি অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হল।

নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়েছিল

এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্রের জন্মের কথা এদন উদ্যানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। *"আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে"* (আদিপুস্তক ৩:১৫)। যিশাইয় ও অন্যান্য ভাববাদীরা তাঁর আগমনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবুও, ঈশ্বর এই পৃথিবীতে উদ্ধারকর্তাকে পাঠানোর বিষয়ে কোনো তাড়াহুড়ো করেননি। এই ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রায় ৪০০০ বছর পর, *"কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন"* (গালাতীয় ৪:৪)। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর নিরূপিত সময়েই তাঁর উদ্দেশ্যগুলিকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করে থাকেন। ঈশ্বর যে কাজগুলি আপনার মধ্যে দিয়ে প্রকাহ করতে চান, সেইগুলি তাঁর নিরূপিত সময়ে করে থাকেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন

ঈশ্বর যখন তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তিনি একজন যুবতী ইহুদী মেয়েকে বেছে নিয়েছিলেন, মরিয়ম নামক একজন কুমারীকে। বিবেচনা করে দেখার জন্য এটা একটা অসাধারণ বিষয় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা ঈশ্বর করতে চলেছেন - এই পৃথিবীতে উদ্ধারকর্তাকে পাঠানো - সেই কাজটির জন্য একজন যুবতী কুমারীকে বেছে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর এক বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন! মরিয়মের গর্ভে যদি সেই শিশুটির কিছু হয়ে যেত? মরিয়মকে যদি সেই শিশুটিকে গর্ভপাত করার জন্য জোর করা হত? যদি শিশুটি গর্ভেই নষ্ট হয়ে যেত? অথবা তাকে যদি পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হত - এমন একটা ঘটনা যেটা সেই সময়কালে ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল? তাহলে এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তার কী হত? মানবজাতির তাহলে কী হত? তবুও, সকল প্রকারের ব্যর্থতার সম্ভাবনার মুখেও, ঈশ্বর ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটির জন্য একজন যুবতী কুমারীকে বেছে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর যদি এটা করতে পারেন, তাহলে তিনি অন্য যেকোনো কাজ - মানুষদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া, অসুস্থদের সুস্থ করা, বন্দীদের মুক্ত করা, জাতীগণকে আরোগ্য দান করা, এবং আরও অনেক কিছু - আপনার ও আমার মত মানুষের উপর দিতে পারেন। সাধারণ মানুষের উপরে তাঁর কাজের দায়িত্বকে অর্পণ করতে ঈশ্বর ভয় পান না। বাস্তবে, ঈশ্বর সাধারণ মানুষদের মধ্যে দিয়েই তাঁর কাজকে এই পৃথিবীতে উন্মুক্ত করতে চান।

যেন অবশ্যই নির্ভেজাল হয় - সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর আত্মা দ্বারা জাত

মরিয়মের গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম একটা অলৌকিক কাজ ছিল, এমন একটা কাজ যা সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা হয়েছিল। যদিও সেই শিশু একজন মানুষের গর্ভে এসেছিলেন, তবুও এটা একটা অলৌকিক কাজের দ্বারা ঘটেছিল। এই সন্তান জন্মে মানুষের কোনো অবদান অন্তর্ভুক্ত ছিল না। স্বর্গদূত মরিয়মকে বলেছিলেন, *"দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে"* (লূক ১:৩৫)। প্রত্যেকটি কাজ যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চান, সেইগুলি যেন ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা জাত হয়। যদিও সেই কাজগুলি আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও শক্তির দ্বারা

ঘটবে, তবুও সেইগুলি যেন অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা জন্ম নেয়। মাংস থেকে যা জাত, তা মাংসিক এবং আত্মা দ্বারা যা জাত তা আত্মিক। আমাদের মানব চিন্তাভাবনা, বোধবুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার দ্বারা কোনো কাজকে সম্পূর্ণ ভাবে জন্ম দেওয়ার দ্বারা আশা করতে পারব না সেটা ঈশ্বরের একটা প্রকৃত কাজ, সেটা যতই আত্মিক মনে হোক না কেন। কাজটি যদি পবিত্র আত্মার দ্বারা না জন্মায়, তাহলে সেটা যতই ধার্মিক দেখতে লাগুক না কেন, তবুও সেটা মাংসের একটি কাজ হবে। ঈশ্বর কোনো মাংসিক কাজকে অভিষেক করবেন না (যাত্রাপুস্তক ৩০:৩২)।

একটা লজ্জার কারণ হতে পারে

একজন মানব পাত্র হওয়া মরিয়মের জন্য কতটা না সম্মানের বিষয়ে ছিল যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন! তবুও তিনি একটা অত্যন্ত লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্যে আটকে গয়েছিলেন। তিনি একজন যুবতী, অবিবাহিত নারী, যিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। হ্যাঁ, তাঁর গর্ভের মধ্যে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, কিন্তু মরিয়মের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবেরা কি এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নেবেন? তারা কি বিশ্বাস করবে যখন তিনি তাদের বলবেন যে তিনি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন? ঈশ্বর কেনই বা মরিয়মকে এমনই একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন যখন তিনি তাঁর পুত্রকে তার মধ্যে দিয়ে জন্ম দিতে চেয়েছিলেন?

এর মধ্যে আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যখন আমরা ঈশ্বরদত্ত কাজগুলিকে করতে থাকি, প্রায়ই সেই কাজটি একটা লজ্জার কারণ হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে দিয়ে যা কিছু করছেন, সেটা সবাই বুঝতে পারবে না। তাঁর কাজ করার জন্য আমাদের তুচ্ছ মনে করা হতে পারে অথবা আমাদের প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। প্রায়ই ঈশ্বর আমাদেরকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে দেন, যাতে আমাদের "মাংস" মারা যেতে পারে। যাতে আমরা হ্রাস পাই, ও ঈশ্বরের পুত্র বৃদ্ধি পান। প্রভু যীশুর সাক্ষ্য বহন করাতে ও আমাদের মধ্যে দিয়ে তিনি যে কাজ করছেন, সেটাকে প্রকাশ করাতে আমরা যেন নির্লজ্জ হতে শিখি।

ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ প্রায়ই সাধারণ, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। যদিও শিশুটি মরিয়মের গর্ভে অলৌকিক ভাবে এসেছিল, তবুও মরিয়মকে সম্পূর্ণ নয় মাস শিশুটিকে গর্ভে ধরে রাখতে হয়েছিল। ঈশ্বর কেন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে - গর্ভে ধারণ করা, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া, এবং প্রসব করা - অলৌকিক করে তুললেন না? এটা কি একটা অসাধারণ বিষয় হত না যদি শিশুটি প্রথম দিনে গর্ভে এল, এবং পরের দিনেই একটি শিশু রূপে জন্ম নিয়ে নিল? কেনই বা মরিয়মকে নয় মাস শিশুটিকে গর্ভে বহন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল? এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আমরা শিখতে পারি, সেটা হল যে প্রায়ই ঈশ্বরের অলৌকিক কাজগুলি এই পৃথিবীতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কার্যকারী হয়ে থাকে। যেমন উদাহরণ, ঈশ্বর হয়ত আপনাকে একটি শক্তিশালী স্থানীয় মণ্ডলীকে গঠন করতে বলেছেন। এই কাজটি হয়ত ঈশ্বর আপনার মধ্যে দিয়ে সাধন করতে চান। তিনি হয়ত আপনাকে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে অভিষেক করেছেন ও বরদান দিয়েছেন। তবুও, আপনাকে কঠিন পরিশ্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, এবং একটি স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাদান, প্রচার, যত্ন নেওয়া, পরিকল্পনা করা, এবং সংগঠিত করার সাধারণ কাজগুলি করে যেতে হবে। আপনার স্বাভাবিক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজটি প্রকাশ পাবে।

আরও একটা উদাহরণ হতে পারে ঐশ্বরিক যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের লোক হিসেবে, আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন মেটাবেন। আমরা ঈশ্বরের অলৌকিক যোগান দেওয়ার ক্ষমতাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু, আমরা একটা বিষয়কে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হতে পারি যে, অনেক ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের অলৌকিক যোগান আমাদের জীবনে এসে থাকে আমাদের হাতের পরিশ্রমের দ্বারা। আমাদেরকে হয়ত কাজ করতে হতে পারে কিন্তু তবুও ঈশ্বর অলৌকিক ভাবে যোগান দিয়ে থাকতে পারেন। যেমন উদাহরণ, আপনার কাছে যে একটা চাকরী আছে, সেটাই একটা অলৌকিক কাজ! আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে যে যোগান আপনি লাভ করে থাকেন, সেটা স্বভাবে আরও বেশী অলৌকিক!

বন্ধ দরজার সম্মুখীন হতে পারে

বাইবেল আমাদের বলে যে মরিয়ম তার *"প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না"* (লূক ২:৭)। আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না যে বৈৎলেহেমে কতগুলি পান্থশালা ছিল। আমাদের মনের চোখ দিয়ে কল্পনা করতে পারি যে মরিয়ম ও যোষেফ অনেকগুলি পান্থশালার দরজায় থেমেছিলেন, কিন্তু কোথাও ঘর খালি পাননি। অথবা যে একমাত্র পান্থশালায় তারা গিয়েছিলেন, সেখানে হয়ত কোনো ঘর খালি ছিল না, তাই সেই পান্থশালার মালিক তাদেরকে গোয়ালঘরের দিকে

দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিশ্বজগতের ঈশ্বর অলৌকিক ভাবে কি তাঁর পুত্রের জন্মের জন্য একটাও ঘর খালি রাখতে পারতেন না? আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন যে সেই সময়ে মরিয়মের মনের মধ্যে কী কী চিন্তাভাবনা চলছিলো? তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, “আমি নিশ্চিত যে ঈশ্বর আমাদের জন্য একটা ঘর ঠিক করে রেখেছেন। যাই হোক, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, সে ত ঈশ্বরের পুত্র। আমি নিশ্চিত যে পান্থশালায় আমাদের জন্য একটা ঘর উপলব্ধ থাকবে”। তবুও, তাদের জন্য অত্যন্ত হতাশজনক ছিল যখন তারা প্রত্যেকটি পান্থশালায় দরজায় করাঘাত করেছিলেন, এবং কোথাও ঘর খালি ছিল না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা এমন একটা স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে ঈশ্বর শিশুটিকে জন্ম দিতে চেয়েছিলেন। একইভাবে, আমাদের জীবনেও, আমরা যখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে এই পৃথিবীতে জন্ম দিতে যাই, এটা সম্ভব যে একাধিক বার আমরা বন্ধ দরজার সম্মুখীন হতে পারি। এর অর্থ এই নয় যে আমরা যে কাজটিকে বহন করছি, সেটা প্রকৃত ঈশ্বর থেকে নয়। বন্ধ দরজার অর্থ হল যে আমাদেরকে এগিয়ে চলতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সেই স্থানে এসে পৌঁছই যেখানে ঈশ্বর তাঁর কাজকে উন্মুক্ত করতে চান।

অনেকেই আছেন যাদের অন্তরে ঈশ্বরের দ্বারা জাত এক প্রকৃত দায়িত্ব রয়েছে, যা প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা জাত। কিন্তু, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বিষয়টিকে জন্ম দিতে পারছেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সেই স্থানে পৌঁছচ্ছেন, যেখানে ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে যেতে চান। কোনো ঘর না পেয়েই তাদেরকে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে এগিয়ে যেতে হতে পারে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সেই স্থানে এসে পৌঁছচ্ছে, যেখানে ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে যেতে চান। আমাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে জন্ম দেওয়ার আগে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক স্থানে পৌঁছতে হবে।

সেই বিষয়টিকে রক্ষা করার ও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে

একজন শিশু হিসেবে, যীশুকে বাকি শিশুদের মতোই বড় হয়ে উঠতে হয়েছিল (লূক ২:৪০)। যীশু যে দিন জন্মেছিলেন, সেই দিন থেকেই তিনি নিজের জন্য পোশাক ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা শুরু করেননি! বরং, মরিয়মকে তাঁর যত্ন নিতে হয়েছিল এবং বাকি যেকোনো মায়ের মত করে তাঁকেও বড় করে তুলতে হয়েছিল। বাস্তবে, যীশু যখন একজন ছোট শিশু ছিলেন, যোষেফ ও মরিয়মকে যীশুর জীবনটিকে রক্ষা করতে হয়েছিল, এবং সেই কারণে তারা বৈৎলেহেম থেকে মিশরে পালিয়ে যান, কারণ রাজা হেরোদ প্রত্যেক শিশুদেরকে হত্যা করে দিতে চেয়েছিলেন (মথি ২:১২-১৬)। মরিয়ম ও যোষেফ এই প্রকারের চিন্তাভাবনা করে শিশুটিকে ছেড়ে দেননি এবং বলেননি, “এই শিশু ত ঈশ্বরের পুত্র। অবশ্যই, সে নিজেকে খাওয়া-দাওয়া করাতে পারবে, নিজের রক্ষা করতে পারবে, ও নিজের যত্ন নিতে পারবে”। মরিয়মের কাছে দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র ঈশ্বরের পুত্রকে জন্ম দেওয়া নয়, কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধান করা, যত্ন নেওয়া, ও তাঁর রক্ষা করা। ঠিক যেমন ভাবে একজন মা তার সদ্য জাত শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল হয় - তাকে খাওয়ায়, তার পুষ্টি যোগান দেয়, যত্ন নেয়, ও রক্ষা করে - আমাদেরকেও ঈশ্বরের সেই কাজের যত্ন নিতে হবে, খাওয়াতে হবে, ও রক্ষা করতে হবে, যা তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম দিয়ে থাকেন। আমরা যেন শয়তান ও মন্দ সঙ্কল্প সহ লোকেদের সেই কাজটিকে নষ্ট করতে না ছেড়ে দিই, যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত করেন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, আমরা চারটি উপাদান বিবেচনা করবো যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে এই পৃথিবীতে জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

3. আপনার মধ্যে যা গচ্ছিত রয়েছে

আপনার মধ্যে যা কিছু গচ্ছিত রয়েছে, সেইগুলির দ্বারা ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে থাকেন।

আমাদের মধ্যে যা গচ্ছিত রয়েছে, সেটা নির্ধারণ করে যে আমাদের মধ্যে দিয়ে কী জন্মাবে

মথি ১২:৩৩-৩৭
৩৩ হয় গাছকে ভাল বল, এবং তাহার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে মন্দ বল, এবং তাহার ফলকেও মন্দ বল; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়।
৩৪ হে সর্পের বংশেরা, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে পার? কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখ তাহাই বলে।
৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।
৩৬ আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে।
৩৭ কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি নির্দ্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া গণিত হইবে।

একজন উত্তম ব্যক্তি, তার হৃদয়ের মধ্যে উত্তম গচ্ছিত রাখা ধন থেকে উত্তম বিষয় বের করে আনবে। আমাদের মধ্যে থেকে যা জন্মায় নির্ভর করে সেই ধনের উপর যা আমাদের মধ্যে গচ্ছিত রয়েছে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি উত্তম বিষয় গচ্ছিত থাকে, তাহলে আমরা উত্তম বিষয়গুলিকে জন্ম দেবো। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি মন্দ বিষয় গচ্ছিত থাকে, তাহলে আমরা মন্দ বিষয়গুলিকে জন্ম দেবো। আমাদের মধ্যে যা গচ্ছিত রয়েছে, সেটাই নির্ধারণ করবে আমরা কোন বিষয়টিকে জন্ম দেবো।

মথি ৭:১৫-২০
১৫ ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া।
১৬ তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে?
১৭ সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে।
১৮ ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না।
১৯ যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।
২০ অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।

এখানে যীশু ফরীশীদের সাথে কথোপকথন করছেন। ফরীশীরা মধ্যে ধারণা ছিল যে তাদের মধ্যে যদি "উত্তম ফল" থাকে, তাহলে গাছটি নিশ্চয়ই উত্তম হবে। কিন্তু যীশু দেখালেন যে বাস্তবে উল্টো বিষয়টি সত্যি। শুধুমাত্র একটি উত্তম গাছই উত্তম ফল ধারণ করতে পারে। গাছ কী প্রকারের, সেটা নির্ধারণ করবে তার ফলকে। আমাদের মধ্যে যা গচ্ছিত রয়েছে সেটা নির্ধারণ করবে যে কী প্রকারের ফল আমরা ধারণ করবো। এটা নির্ধারণ করবে যে আমরা আমাদের জীবনে কোন বিষয়টিকে জন্ম দিয়ে থাকবো। আমাদের মধ্যে যা রয়েছে, সেটা নির্ধারণ করবে আমাদের জীবনের মধ্যে কী প্রকাশ পাবে। তাই, আমাদের মধ্যে যা গচ্ছিত আছে, সেটা অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর কাজকে আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবেন। সুতরাং, আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে যা কিছু গচ্ছিত করে রেখেছি এবং অনবরত গচ্ছিত করে চলেছি, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কীভাবে এইগুলি আমাদের মধ্যে গচ্ছিত হয়ে

ঈশ্বর আমাদের জীবনে বিষয়সকল গচ্ছিত করে রাখেন

যোহন ৩:২৭
যোহন উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গ হইতে মনুষ্যকে যাহা দত্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সে আর কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে সকল বিষয় গচ্ছিত করেন। আমাদের মধ্যে যে উত্তম বিষয়গুলি গচ্ছিত রয়েছে, সেইগুলি স্বয়ং ঈশ্বর রেখেছেন। আমাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তিনিই হলেন সেই সবকিছুর উৎস। ঈশ্বর যদি আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন, তাহলে তিনি আমাদের জীবনে এই বিষয়গুলিকে গচ্ছিত করে রাখতে পারেন - বরদান, অভিষেক, এবং অন্যান্য ক্ষমতা যা আমাদের মধ্যে বর্তমানে নেই।

অন্যান্য লোকেরা আমাদের জীবনে বিষয়সকল গচ্ছিত করে রাখে

হিতোপদেশ ২৭:১৭
লৌহ লৌহকে সতেজ করে, তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখ সতেজ করে।

যে মানুষদের সাথে আমরা নিজেদেরকে নিযুক্ত করি, তারা আমাদের মধ্যে উত্তম বিষয় অথবামন্দ বিষয় গচ্ছিত করতে পারে। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে আমরা পড়ি যে ঈশ্বর মোশি ও যিহোশূয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১:৩৮)। ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যিহোশূয়কে নেতা হিসেবে নিযুক্ত করতে (গণনাপুস্তক ২৭:১৮-২৩)। মোশির অভিষেক যিহোশূয়ের কাছে দেওয়া হয়েছিল। প্রজ্ঞার আত্মা যিহোশূয়ের উপর এসেছিল কারণ মোশি তার উপর হস্তার্পণ করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৯)। একজন ব্যক্তির মধ্যে থেকে কিছু একটা অন্য ব্যক্তির জীবনে হস্তান্তরিত হয়েছিল। অন্যান্য মানুষদের মধ্যে থেকেও উত্তম বিষয় আমাদের জীবনে আসতে পারে। তাই, আমরা উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে সেই প্রকারের মানুষদের সাথে সময় অতিবাহিত করার জন্য বেছে নেবো যারা আমাদের জীবনে উত্তম বিষয়গুলিকে গচ্ছিত হতে সাহায্য করবে।

আমরা নিজেরা আমাদের জীবনে বিষয়সকল গচ্ছিত করে রাখতে পারি

হিতোপদেশ ৪:২৩
সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর কেননা তাহা হইতে জীবনের উদগম হয়।

আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে আমরা আমাদের জীবনে কী গচ্ছিত করে রাখবো। আমরা উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার দ্বারা, কিছু নির্দিষ্ট লোকেদের সাথে সময় অতিবাহিত করার দ্বারা, এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ লাভ করার দ্বারা এই উত্তম বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনে গচ্ছিত করে রাখতে পারি। আমাদের মধ্যে যখন উত্তম বিষয় গচ্ছিত থাকবে, তখন আমরা নিজেদেরকে এমন এক স্থানে অবস্থিতি করি যেখান থেকে উত্তম বিষয় আমাদের জীবন থেকে জন্মাতে পারে।

আমরা যখন সেই কাজটিকে উপলব্ধি করা শুরু করি যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চান, তখন আমরা যেন সেই বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনে গচ্ছিত করে রাখতে শুরু করি, এবং এটি সাহায্য করবে ঈশ্বরের বিষয়গুলিকে জন্ম দিতে। আমরা এটা বিভিন্ন ভাবে করে থাকি - ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করার দ্বারা যাতে তিনি বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনে প্রদান করেন, অথবা সেই সকল মানুষদের সাথে সময় অতিবাহিত করার দ্বারা যারা এই বিষয়গুলিকে আমাদের মধ্যে প্রদান করতে পারে, অথবা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করার মধ্যে দিয়ে। যখন সেই বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে গচ্ছিত থাকবে, তখনই সেই বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে। আমরা এমন কোনো বিষয় বের করে আনতে পারব না যা বাস্তবে আমাদের মধ্যে গচ্ছিত নেই। যেমন উদাহরণ, আপনি যদি একজন পালক হন এবং একটি নতুন মণ্ডলী স্থাপন করে থাকেন, তাহলে ঈশ্বর সেই মণ্ডলীকে বৃদ্ধি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, মণ্ডলীতে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান, আরও শক্তিশালী করে তুলতে চান, এবং সেই প্রকারের মণ্ডলী গড়ে তুলতে চান যেমন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। এখন আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে আপনার মধ্যে কী প্রকারের বিষয় গচ্ছিত করতে হবে যাতে এইগুলি সম্ভব হতে পারে। আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ঈশ্বরের বাক্য আপনার মধ্যে গচ্ছিত করে রাখতে হবে, আরও বেশী পরিমাণে ঈশ্বরের অভিষেক সঞ্চয় করে রাখতে হবে, আরও বেশী প্রজ্ঞার প্রয়োজন হবে মণ্ডলীকে পরিচালনা করার জন্য এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, মণ্ডলীকে উত্তম ভাবে ব্যবস্থাপনা করার দক্ষতা আপনাকে লাভ করতে হবে। সুতরাং, আপনি যেন অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করেন, আরও বেশী পরিমাণে অভিষেক লাভ করেন, মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন এবং সকল উত্তম বিষয়গুলিকে আপনার মধ্যে গচ্ছিত করে রাখেন, যাতে মণ্ডলী সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার মধ্যে দিয়ে জন্ম নিতে পারে।

4. প্রার্থনার দ্বারা জন্ম দেওয়া

আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে আমাদের জীবনে প্রার্থনার দ্বারা জন্ম দিয়ে থাকি। প্রার্থনা হল জন্ম দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া যার দ্বারা ঈশ্বরের বিষয়গুলিকে এই পৃথিবীতে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারি।

প্রার্থনার দ্বারা আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে উপলব্ধি করে থাকেন

১ করিন্থীয় ২:৯-১০
৯ কিন্তু, যেমন লেখা আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।"
১০ কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন।

১ করিন্থীয় ১৪:২
কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।

মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের সাধারণ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলি ছাড়া, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জন্য কিছু নির্দিষ্ট বিষয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুত করে রেখেছেন। *"কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি"* (ইফিষীয় ২:১০)। আমাদের অনেকের কাছে, আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট নাও হতে পারে এবং একটা "রহস্যময়" মনে হতে পারে। কিন্তু, ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বরের মনকে জানেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলিকে জানেন এবং সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে অবগত আছেন, কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলিকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন। এটা প্রায়ই প্রার্থনার মাধ্যমে ঘটে থাকে।

যখন আপনি আত্মায় প্রার্থনা করেন, তখন আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন

পরভাষায় কথা বলার (অথবা আত্মায় প্রার্থনা করা) একটি শক্তিশালী উপকারিতা রয়েছে যে আমরা "নিগূঢ়তত্ত্ব" বিষয়গুলিকে প্রার্থনায় বলে থাকি। যখন আমরা আত্মায় প্রার্থনা করি, তখন বাস্তবে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলিকে আমাদের জীবনে প্রার্থনা করে থাকি, যেটা সেই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটা রহস্যময় বিষয় হয়ে থাকতে পারে।

প্রার্থনায়, ঈশ্বর সেই বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে থাকেন যা তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম দিতে চান। আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন বিষয়গুলি ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি আমাদের আত্মায় ছেপে গিয়ে থাকে। আমরা যত আত্মায় প্রার্থনা করতে থাকি, ততই আত্মিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে আকার দিয়ে থাকি।

এখনও হয়ত বিষয়টির জন্ম হয়নি। কিন্তু ধারণ করার পর্যায় থেকে জন্ম দেওয়ার পর্যায় পর্যন্ত, একটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর্যায় থাকে - এমন এক বৃদ্ধি যা ভিতরে ঘটতে থাকে ও বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। এইরূপ ঘটে যখন আমরা আত্মায় প্রার্থনা করে থাকি। আমরা কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য নাও করতে পারি, কিন্তু আত্মিক জগতে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি আকার পেয়ে থাকে ও গঠিত হয়ে থাকে, এবং সেই সময়ের কাছে চলে

আসতে থাকে যখন সেটা এই পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে। তাই, যখন আমরা কোনো ধারণা অথবা দর্শন ঈশ্বরের থেকে লাভ করে থাকি, অথবা ঈশ্বর যখন কোনো বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন, তখন তিনি সেইগুলিকে আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং আমাদেরকে সেইগুলি নিয়ে বারংবার প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করার প্রয়োজন আছে। সঠিক সময়ে, সময়ের পূর্ণতায়, তাঁর উদ্দেশ্যগুলি এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে থাকবে।

প্রার্থনা আপনার ইচ্ছাগুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সারিবদ্ধ করে

ইব্রীয় ৫:৭-৯
৭ ইনি মাংসে প্রবাসকালে প্রবল আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন;
৮ যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন;
৯ এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন

মথি ২৬:৩৮-৩৯,৪২
৩৮ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।
৩৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।
৪২ পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

এটা উপলব্ধি করা আমাদের বোধগম্যের বাইরে যে ঈশ্বরের পুত্রকেও বাধ্যতা শিখতে হয়েছিল। তবুও, উপরের পদগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের পুত্রের মধ্যে "ঐশ্বরিক ভয়" অথবা "ঐশ্বরিক সম্ভ্রম" ছিল তাঁর পিতার প্রতি। গেৎশিমানী বাগানে, যীশু যখন তাঁর বলিদানরূপী মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চলেছিলেন, তখন ক্রন্দন সহকারে ও যন্ত্রণার সাথে প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই পর্যায় পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন যেখানে তিনি পিতার ইচ্ছাকে "হ্যাঁ" বলতে পেরেছিলেন। সেই গভীর প্রার্থনার সময়ের মধ্যে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধ ভাবে ঈশ্বর পিতার ইচ্ছার সাথে সারিবদ্ধ হয়েছিলেন, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হওয়াতেও। তাই, আমাদের জীবনেও, প্রায়ই, আমরা এমন প্রার্থনার সময়ে প্রবেশ করতে পারি যখন আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভাবে পিতার ইচ্ছার অধীনে সমর্পিত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যখন পিতার উপস্থিতিতে প্রার্থনার সময়ের মধ্যে দিয়ে যাই, প্রায়ই আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সারিবদ্ধ হয়ে আমরা সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসি। আমরা আমাদের প্রার্থনার সময় থেকে এই বলে বেরিয়ে আসি, "প্রভু, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক"।

সুতরাং, প্রার্থনা শুধুমাত্র অদৃশ্য জগতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দিতে, আকার দিতে ও গড়ে তুলতে সাহায্য করে না, কিন্তু প্রার্থনা আমাদের সাহায্য করে আমাদের ইচ্ছাগুলিকে পিতার ইচ্ছার সাথে সারিবদ্ধ করতে, যাতে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যগুলিকে এই পৃথিবীতে কার্যকারী করে তোলার জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

5. মুখ নিঃসৃত বাক্য

যে বাক্যগুলি আমরা আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি, সেইগুলি প্রায়ই এমন একটা সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে যার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে ও ইচ্ছাকে এই পৃথিবীতে কার্যকারী করে তুলি। আমাদের মুখের কথা শুধুমাত্র আমাদের বর্তমানকে প্রভাবিত করে না ও আকার দেয় না, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতকেও আকার দিয়ে থাকে।

এমন বাক্য বলুন যা আপনার জীবনকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি দিয়ে প্রজ্বলিত করবে

যাকোব ৩:৬
জিহ্বাও অগ্নি; আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্ম্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে; তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে।

এখানে জিহ্বাকে “আগুন” বলা হয়েছে, যেটা বুঝিয়েছে যে আমাদের জিহ্বার বিশাল প্রভাব রয়েছে। এই পদটি বিশেষ ভাবে একটি “মন্দ” জিহ্বার প্রভাবের কথা বলেছে - এমন এক জিহ্বা যা মন্দ কথা বলে।

ঠিক যেমন ভাবে একটি মন্দ জিহ্বা হল পাপের এক “জগৎ”, একটি উত্তম জিহ্বা হল আশীর্বাদের “জগৎ” (যাকোব ৩:৬)। একটি মন্দ জিহ্বা সম্পূর্ণ দেহকে কলঙ্কিত করে, এবং একটি উত্তম জিহ্বা সম্পূর্ণ দেহকে আশীর্বাদ করে। গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এটা যে আমাদের জিহ্বা আমাদের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে প্রভাবিত করে। আমাদের জিহ্বা আমাদের অস্তিত্বের গতিপথকে প্রভাবিত করে। আমাদের জীবন আমাদের জিহ্বার দ্বারা “আগুনে প্রজ্বলিত” হয়ে ওঠে। আমাদের মুখের কথার দ্বারা এটা প্রভাবিত হয়।

একটি মন্দ জিহ্বা নরকানলে জ্বলে ওঠে। কিন্তু যে জিহ্বা আশীর্বাদ ও অভিষেকের “জগত”, তা ঈশ্বরের দ্বারা, তাঁর বাক্য ও তাঁর আত্মা দ্বারা জ্বলে ওঠে। জিহ্বা সম্পূর্ণ দেহকে আশীর্বাদ করবে। এই জিহ্বা আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ দ্বারা প্রজ্বলিত করে তুলবে। এই জিহ্বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করবে।

একটি জিহ্বা পাপের একটি জগত হয়ে উঠতে পারে, অথবা আশীর্বাদের একটি জগত হয়ে উঠতে পারে। আমাদের মুখের বাক্যগুলি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দিয়ে থাকি। আমাদেরকে সেই প্রকারের বাক্য বলতে হবে যা আমাদের অস্তিত্বের গতিপথকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য দ্বারা “জ্বালিয়ে” তুলবে। ঈশ্বরের বিষয়গুলিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার জন্য আমাদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য বলার দ্বারা আপনার জগতকে আকার দিন

ইব্রীয় ১১:৩
বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।

স্বাভাবিক ও পার্থিব জগতটি আত্মিক জগত থেকে বেরিয়ে এসেছে। দৃশ্যমান বিষয়সকল অদৃশ্য বিষয় থেকে বেরিয়ে এসেছে। যে অদৃশ্য অথবা আত্মিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল স্বাভাবিক জগতকে জন্ম দেওয়ার জন্য, সেটা হল ঈশ্বরের বাক্য। সুতরাং, ঈশ্বরের বাক্য বিষয়সকলকে এই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক জগতে আকার দিয়ে থাকে, গঠন করে, জন্ম দেয়, সৃষ্টি করে ও অস্তিত্বে নিয়ে আসে। ঈশ্বর আমাদেরকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন তাঁর বাক্যকে আমাদের জীবনে বলার জন্য এবং যেমন আমরা চাই, তেমন ভাবে নির্ধারণ করার জন্য।

আপনার জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি, স্বপ্ন ও পরিকল্পনাগুলিকে মুখে স্বীকার করুন।

6. পরিশ্রমী হয়ে কাজ করা

হিতোপদেশ ১০:৪
যে শিথিল হস্তে কর্ম্ম করে, সে দরিদ্র হয়; কিন্তু পরিশ্রমীদের হস্ত ধনবান করে।

হিতোপদেশ ১৩:৪
অলসের প্রাণ লালসা করে, কিছুই পায় না; কিন্তু পরিশ্রমীদের প্রাণ পুষ্ট হয়।

১ করিন্থীয় ১৫:১০
কিন্তু আমি যাহা আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; এবং আমার প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ নিরর্থক হয় নাই, বরং তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক পরিশ্রম করিয়াছি; আমি করিয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার সহবর্ত্তী ঈশ্বরের অনুগ্রহই করিয়াছে;

স্বপ্ন ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ সেই স্বপ্নের সাথে রক্ত, ঘাম, ও চোখের জল যুক্ত করতে রাজি হচ্ছে! ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দেওয়ার জন্য আমাদের জীবনে নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী হয়ে কাজ করার প্রয়োজন আছে।

"যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দগান-সহ শস্য কাটিবে" (গীতসংহিতা ১২৬:৫)। আমরা কখনই "আনন্দগান-সহ" শস্য কাটতে পারব না, যদি না প্রথমে "সজল নয়নে" বীজ বপন করে থাকি। আমাদের কাছে ঈশ্বরদত্ত কোনো দর্শন অথবা স্বপ্ন থাকতে পারে, কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়িক করে তোলার জন্য আমাদের দিক থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ প্রচেষ্টা ও কঠিন পথ অতিক্রম করার প্রয়োজন আছে। আমরা যত একটা ইটের উপর আরেকটি ইট স্থাপন করি, বিরোধিতার হাওয়া বইতে পারে এবং কয়েকটি ইটকে পিছনে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু আমরা যেন সেই ইটগুলিকে তুলে নিই, আরও একবার গড়ে তুলি, এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দেওয়ার জন্য আমাদেরকে পরিশ্রমী হয়ে কাজ করতে হবে।

ঈশ্বর আমাদেরকে শুধুমাত্র স্বপ্নদর্শী হওয়ার জন্য আহ্বান করেননি, কিন্তু কার্যকারী লোক হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন, যারা তাঁর রাজ্যের জন্য কাজ করবে। আমাদেরকে পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, শুধুমাত্র পরিচর্যা কাজের স্বপ্ন দেখতে বলা হয়নি। সকল কঠিন পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও কাজ করতে থাকুন, এবং একদিন সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য রয়েছে যা তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে জন্ম দিতে চান। শুধুমাত্র এই কথা বলে স্বর্গে প্রবেশ করবেন না, "প্রভু, আমি অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু আমি কোনো কিছুই সম্পন্ন করিনি"। আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করে স্বর্গে পৌঁছতে হবে যে আমরা সেই সকল কিছুকে জন্ম দিয়েছি যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম দিতে চেয়েছিলেন।

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**
* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

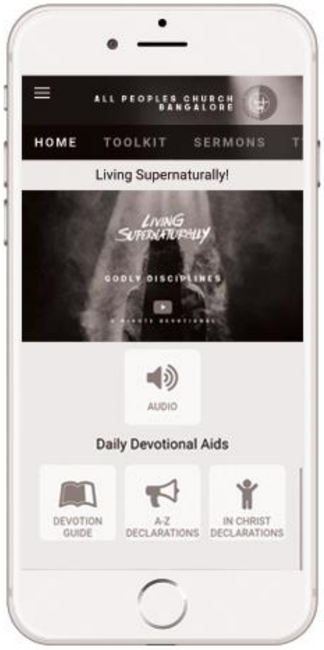

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

All Peoples Church বাইবেল কলেজ
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ

এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রুবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে apcbiblecollege.org ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

ঈশ্বর যখন তাঁর উদ্দেশ্যকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই সকল সময়ে তিনি স্বর্গীয় দূতদের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু প্রায়ই, তিনি মানুষের মধ্যে দিয়েই তা প্রকাশ করে থাকেন। এর অর্থ হল এই যে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি এই পৃথিবীতে আপনার ও আমার মত মানুষদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন।

ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করতে করতে, আপনি তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলিকে আবিষ্কার করবেন যা তিনি আপনার মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীর বুকে উন্মুক্ত করতে চান। এইগুলির মধ্যে কয়েকটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হতে পারে - যেমন কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম, এবং অন্যান্যগুলি এতটাও উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে - যেমন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে শিশুদের জন্য একটা বিদ্যালয় শুরু করা যেটার বিষয়ে কেউই শোনেনি। তবুও, প্রত্যেকটাই হল ঈশ্বরের কাজ যা তিনি এই পৃথিবীর বুকে উন্মুক্ত করে থাকেন।

এই পুস্তকের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে জন্ম দেওয়ার বিষয়ে বলে থাকে। তাই, আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাজগুলিকে উন্মুক্ত করতে থাকুন!

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org